BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03080027

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 08| August 2025| e-ISSN: 2584-1890

শিশুর সার্বিক জীবন বিকাশে পরিবেশ ও আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল: একটি পর্যালোচনা

অভিনব পোল্লে

polley.abhinaba1995@gmail.com

সারাংশ:

বিকাশ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশ হয়। বিকাশ শিশুর জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পরিবেশ শিশুকে নির্দিষ্ট মাত্রা দেয় অভিযোজনে। পরিবার থেকে শিশু শিক্ষার পথ পায়। বড়দেরকে অবলম্বন করে শিশু বিকাশের রাস্তায় পা ফেলে। জীবন বিকাশের প্রতি পর্বে বিশেষ কিছু কিছু পরিস্থিতি দায়ী। পরিবারের আর্থিক শ্রীবিদ্ধির উপরে নির্ভর করে শিশুর ভবিষ্যৎ। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বিকাশের রাস্তায় পা ফেলে। পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে শিশু অভিযোজনের পথে পা রাখে। সমাজ পরিবেশ শিশুকে সার্বিকভাবে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। সামাজিক বন্ধন অনেক সময় জীবনের পথে অন্তরায় হয় শিশুর। পাশাপাশি পিতা-মাতার শিক্ষা এবং আর্থিক সঙ্গতি বিধান শিশুকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। বিকাশ চলমান প্রক্রিয়া। পরিবারের সামাজিক অবস্থান শিশুকে এগোতে সহায়তা করে। সামাজিক স্তরায়ন অনেক সময় শিশুর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। দলগতভাবে কিংবা এককভাবে সমাজের উপরেই শিশু অভিযোজন করে। খেলার মাঠ, বিদ্যালয়, বিকেলের বন্ধু-বান্ধবের সাথে একত্রিত হওয়া সবকিছুই তার অভিযোজনের ঘেরাটোপ। পরিস্থিতি অনেক সময় তাকে তার লক্ষ্যে থেকে সরিয়ে দেয়। বাহ্যিক পরিবেশ অনেক সময় শিশুর ক্ষেত্রে অনুকূল হয় বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে। অনেক সময় ভিন্ন ভিন্ন ভৌগোলিক পরিমণ্ডল শিশুকে পৃথক পৃথক বিকাশে রাস্তা দেখায়। উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থার পাশাপাশি যদি যোগাযোগের প্রতিবন্ধকতা সমান্তরাল ভাবে থাকে তাহলে দুটি ক্ষেত্রে দুই ধরনের বিকাশমান শিশুকে আমরা দেখতে পাবো। শিল্প, কৃষি, কারখানা মানুষের জীবন গঠনের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি। শিশুর মধ্যে দর্শনেন্দ্রিয় চিন্তায় অনেক ভাবনা আসে যেগুলোকে কেন্দ্র করে সে জীবনের পথে এগিয়ে যায়। এক্ষেত্রে তার ভৌগলিক পরমন্ডল এর নানাবিধ পরিস্থিতি দৃষ্টিগোচর থাকে। আর্থিক সংগতি বিধান যেমন শিশুর ভবিষ্যৎ নির্ধারকের একটি চলক তার পাশাপাশি সামাজিক পরিমণ্ডল ও শিশুর বেড়ে ওঠার প্রথম রাস্তা। অন্যদিকে যে প্রাকৃতিক পরিবেশ তার সামনে সচল তাকে নির্ভর করেও শিশু এগিয়ে যায় জীবন গড়ার ক্ষেত্রে। বিকাশ ক্রমান্বয়ে মানুষের সমস্ত চিন্তার সামগ্রিক ফসল।

সূচক শব্দ: *বিকাশ, চলমান প্রক্রিয়া, সামাজিক পরিমণ্ডল, অর্থনৈতিক মানদণ্ড, দর্শণেন্দ্রিয়, ভৌগোলিক পরিমণ্ডল।*

ভূমিকা:

ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে এই বক্তব্য শিশুর সার্বিক জীবনে অন্তর স্থিত ক্ষমতারই কথাকে চিহ্নিত করে। জন্ম থেকে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া কিংবা শেষ দিন পর্যন্ত একজন মানুষ সার্বিক জীবনে সে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সতত সংগ্রাম করে। জন্মের পরে শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশ ক্রমান্বয়ে চলে একসময় বৃদ্ধি স্থির হলে বিকাশ গতিশীল রাস্তায় চলতে থাকে। বিকাশ হল প্রাণীর মধ্যে ক্রমো পরিবর্তন যাকে বলে শারীরিক পরিবর্তনে সীমাবদ্ধ থাকেনা, ক্রিয়াগত পরিবর্তনেও এর আবশ্যিক শর্ত।

যে প্রক্রিয়া একটি নিরবচ্ছিন্ন আবার বলা যেতে পারে বংশগতি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়ার ফল। ব্যক্তির শারীরিক, মানসিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক পৃথকভাবে বিকাশ ঘটে না, এগুলি পরস্পর সম্পর্কে যুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। একটি পরিবারের মধ্যে শিশু বড় হয়ে ওঠে আর উক্ত পরিবারের সদস্যদের লালন-পালনে তার প্রথম বিকাশের রাস্তা পরিস্ফুট হয়। বিকাশের প্রতিটি পর্ব সার্বিকভাবে একটি নির্দিষ্ট গতি এবং পর্যায়ে পৌঁছাতে গেলে প্রয়োজন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রভূমি যা তার চারপাশের পরিবেশ ও পারিবারিক পরিমণ্ডলের আর্থিক সঙ্গতি তৎসহ যে সমাজ পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে রয়েছে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার বিকাশের স্বাভাবিক গতি নির্দিষ্ট ভাবে এগোচ্ছে কিনা অথবা কোন পথে শিশুকে নিয়ে যেতে হবে তাও নির্ধারণ হয় পরিবার থেকে। অভিযোজন বিশেষত পরিবারের সদস্যদের সাথে ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যাওয়ার কারণে বিকাশ এক মাত্রা পায়। বিশেষ করে বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডল, খেলার মাঠ, বাড়ির চারপাশের পরিমণ্ডল অভিযোজন করতে যেমন শিশুকে শেখায় তার পাশাপাশি তার সামাজিকীকরণ ও সার্বিক বিকাশের রাস্তা কে সুদৃঢ় করায়।

মূলত এই বিকাশের নানান ভিত্তি ভূমি পরবর্তী পর্যায়ে কোন একক পথে চলেনা। ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তাভাবনা, তার সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, তার বুদ্ধি, তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি, তৎসহ তার বংশগত অর্জিত ক্ষমতা তাকে নির্দিষ্টভাবে পৌঁছে দেয়। মানব শিশু বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে নিজেকে একটি জায়গাতে পৌঁছে নেয়, কিন্তু তার পাশাপাশি তার পরিমণ্ডল তার কাছে অনেক সময় বাধার সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ায়। মূলত এক্ষেত্রে বিকাশ এই পথেই বাধা প্রাপ্ত হয় তবুও ব্যক্তি তার পরিবেশ পরিস্থিতি, যেখানে সে জন্মেছে সেই সামাজিক পরিমন্ডলের সদস্য ও তার আর্থিক সঙ্গতি তাকে একটি নির্দিষ্ট শিখরে পৌঁছে দেয়।

আলোচনা:

প্রকৃতির নিয়মে মানব শিশু তার বিকাশের পথ পেয়ে এক সময় নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায়। পরিবার থেকে তার জীবনের প্রথম বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব সমাজেই তার অবস্থান, সমাজ থেকেই তাঁর জীবনের যা কিছু রাস্তা পরিস্ফুট হয়। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনের ও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। সামাজিক গতিশীলতা, সামাজিক কল্যাণকামিতা, ন্যায় ধর্মিতা সবকিছুকে মিলিয়ে মানবের জীবনের পথ সুচারু গতি পায়। আর অর্থনৈতিক মানদন্ড শিশুর জীবনের চলার পথকে প্রতি পর্বে এগিয়ে নিয়ে যায়। পরিবারের আর্থিক সংগতির উপরে নির্ভর করে শিশু তার বিকাশের রাস্তা পায়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, এই দুই মূল ভিতকে সামনে রেখে শিশু এগিয়ে যায়। পারিবারিক পরিমণ্ডল সামাজিক দিক থেকে এবং আর্থিক দিক থেকে সচ্ছলতা হেতু পরিবার যেমন বিশেষ তকমা পায় ঠিক তেমনি উক্ত পরিবারের ভাবি প্রজন্ম ও বিশেষ এক বিকাশের পথকে সামনে রেখে এগিয়ে যায়। বিকাশ ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। আবার বলা যায় জীবনমুখী প্রক্রিয়াও। বৃদ্ধি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কিন্তু বিকাশ আজীবন।ফলত বিকাশ এমনই এক মাধ্যম যাকে অবলম্বন করে শিশু জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। জীবনমুখী প্রক্রিয়া, জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার এক অন্যতম পন্থা, জীবন চর্চা করা অথবা জীবন প্রতিষ্ঠায় অনন্য মাধ্যম ব্যক্তির বিকাশ। বিকাশমন মন শিশুকে নির্ভরযোগ্যতায় উত্তীর্ণ করে। এক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজন শিশুর আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তি ভূমি। প্রথমত যে মাটিতে শিশু দাঁড়িয়ে আছে সেই মাটির ক্ষমতা। আবার যে সামাজিক পরিমণ্ডলের উপর সে অবস্থান করে সেই পরিমণ্ডলের ঘেরাটোপ। অপরদিকে সঙ্গে থাকে তার চারিপাশের পরিবেশ পরিস্থিতি যাকে আমরা ভৌগোলিক প্রসঙ্গ বলতে পারি।

জন্মগ্রহণ করার পরেই শিশু ধারাবাহিকভাবে পরিবারের মধ্যে বড় হয়ে ওঠে। সামাজিক পরিমন্ডলের সাথে তার পরিবারের বড়রা পরিচয় করিয়ে দেয়। বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশ ও সমান্তরাল ভাবে চলতে থাকে। ভাষাগত বিকাশ, সমাজ পরিবেশের সাথে সচলভাবে মিথস্ক্রিয়া, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে পরিচয় করানো সবটাই বড়দের হাত ধরেই শিশু এগিয়ে চলে। আসলে কোন শিশুর পারিবারিক সাহায্য ছাড়া তাঁর জীবনের পথে সে এগোতে পারে না। অন্যদিকে উক্ত পরিবার যে পরিমণ্ডলের উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ সামাজিক স্মৃতির উপরে, সেই পরিমণ্ডল এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাবার আর্থিক সচ্ছলতা থেকে শিশু যেমন খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানে অবস্থান করে আবার উক্ত দিকগুলিকে কেন্দ্র করে তার বিকাশে রাস্তা পরিস্ফুটে হয়। একটি সচ্ছল পরিবারের সন্তানের পুষ্টি কিংবা সামাজিকভাবে সচলতায় এসে অংশ নেয় ঠিক একইভাবে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া পরিবারের সন্তান সেই পলি মাটি পায় না। মূলত পরিবারের আর্থিক অবস্থার উপরে শিশুর বিকাশের রাস্তা উন্মুক্ত হয়। পুষ্টির মূলত খাদ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবার শিক্ষা শিশুর পরিবারের উপরে নির্ভর করে। প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ

আবার দ্বিতীয় প্রজন্মের শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে। বিদ্যালয়ের মধ্যে বৈচিত্র্যময়তা থাকে যা মূলত শিশু যে পরিবেশ থেকে এসেছে বা যে পরিবার থেকে এসেছে সেই পরিবারের ভিত্তির উপরে নির্ভর করে। বাবা মা দুজনেই যদি শিক্ষিত হন তাহলে পরিবারের সন্তান জন্মগতভাবে অথবা পরিবেশগতভাবে সে শিক্ষার আঙিনায় আসবেই। অপরদিকে আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, পরিবারের বাবা-মায়ের মধ্যে শিক্ষার ছোঁয়া নেই এক্ষেত্রে শিশু বিদ্যালয়ে এলেও তার বিকাশ শিক্ষিত পরিবারের সন্তানের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে থাকবে। আর্থিক স্বচ্ছলতা শিশুকে তার পথে এগিয়ে দেয়। মানসিক দিক থেকে শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হতে চায় কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি বিধান না থাকলে সে ক্ষেত্রে শিক্ষা অন্তরায় হয়। শিক্ষার অন্তরায় এর কারণে শিশুর বিকাশ ও বিছিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মূলত যে বিষয়টি এসে দাঁড়ায় পরিবারের আর্থিক প্রসঙ্গ শিক্ষার ক্ষেত্রে এক চলক। আবার সব সময় আজ থেকে মানদণ্ডের সাথে শিক্ষাও যে থাকবে এমন নয়। কিন্তু সার্বিকভাবে ইহাই প্রতীয়মান পরিবারের মধ্যে শিক্ষার ছোঁয়া থাকলে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক আবার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শিক্ষার ছোঁয়া থাকলে শিশুর বিকাশ স্বাভাবিক। দৈহিক সামর্থ্য, বুদ্ধিগত উন্নয়ন, পাশাপাশি খাদ্য, পানীয় সমস্ত দিক শিশুকে তার স্বাভাবিক পথে চলতে শেখায়। বিকাশের রাস্তায় শিক্ষা একটি সেতু মাত্র। যে সেতুতে অবলম্বন করে শিশু পারাপার হয়। কিন্তু এটাও সত্য আর্থিক স্বচ্ছলতা আর পরিবারের শিক্ষা শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ কে সুন্দরভাবে তৈরি করে

অন্যদিকে সামাজিক পরিমণ্ডল শিশুর বিকাশের রাস্তা কে খুলে দেয়। খেলার মাঠ, বিদ্যালয় পরিমণ্ডল, যে সমাজ পরী মন্ডলের উপরে পরিবার অবস্থান করে রয়েছ এ সমস্ত দিকগুলি শিশুকে স্বাভাবিক বিকাশের পথ দেখায়। সমাজ পরি মন্ডলের কাঠামোর উপরে শিক্ষা কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে। আবার এই কাঠামোই একটি শিশুকে তার জীবনের সুচারুপথে নিয়ে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য মানুষকে নির্দিষ্ট গতিমুখ দেয় তাই একটি সামাজিক পরিমণ্ডলের উপরে একটি প্রজন্মের অনেক কিছুই নির্ভর করে। জন্ম থেকে ধীরে ধীরে শিশুর বেড়ে ওঠে একটি সমাজ পরিবেশের উপরে। যে সমাজ পরিবেশের প্রতিটি স্তরে এক এক ধরনের মানুষ অবস্থান করে আবার তাদের দ্বারাই সামাজিক কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয়। সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক গতিমুখ যেমন থাকে উক্ত সমাজের প্রতিটি নাগরিক সেভাবেই পরিচালিত হয়। তাই শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পথে সমাজ ব্যবস্থা বিশেষ একটি মাধ্যম। মূলত এক্ষেত্রে যে সমাজ পরিবেশের উপর এসে শুধু দাঁড়িয়ে আছে। সমাজে শিক্ষিত মানুষের অবস্থান যেমন থাকবে পরবর্তী প্রজন্ম সেই রাস্তা নেবে। একটি সমাজ ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষকে ক্রমান্বয়ে মুখোমুখি হতে হয় তাই সামাজিক উন্নয়ন যদি থাকে উক্ত সমাজ পরিবেশের একটি শিশু উন্নয়নমুখী সমাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে স্বাভাবিক রাস্তা পাবে। পরিবারের মধ্যে ভাঙ্গন, সমাজ ব্যবস্থার উপরে নানান ষড়যন্ত্র, বৈষম্যতার নানাবিধ বার্তা, গতিবিমুখ মানুষের চলমান স্রোত দিকগুলি সমাজে পরিচালিত হলে উক্ত সমাজের ভবিষ্যতের নাগরিক শিশুও বিপথগামী হবে। মূলত সমাজ কাঠামো এক বিশেষ মাধ্যম শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে। সমাজের উপরে পরিবার, পরিবারের মধ্যেই শিশু তাই শিশুর বিকাশ সার্বিক দিক থেকে একটি সমাজ কাঠামোর উপরে বর্তায়।

খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান নিয়েই একটি স্বাভাবিক জীবনের ছন্দ পরিচালিত হয়। আর্থিক পরিস্থিতি কিংবা সামাজিক গতিশীলতা যেদিকেই দেখি না কেন তার মূল শিকড় রয়েছে একটি ভৌগোলিক ঘেরাটোপের মধ্যে। উক্ত পরিমন্ডলে একটি শিশু অবস্থান করে। সামাজিক উন্নয়ন অথবা পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা দুটি বিষয়ে একটি প্রাকৃতিক পরিমন্ডলে অবস্থান করে, বিশেষত ভারতবর্ষের যে কোন প্রান্তের যেমন জলবায়ু মানুষের জীবন জীবিকা ও সেই ভাবেই নিয়ন্ত্রিত। নির্দিষ্ট কোন একক মানদন্ড নেই যেখানে অবস্থান করে মানুষ একই রকমের পেশা, একই ধরনের খাদ্য কিংবা পানীয় পান করে জীবন নির্বাহ করে। ভৌগোলিক করিম মন্ডলের দরুন পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন যেমন সম্ভব পাশাপাশি মানুষের উন্নয়নের কাছে তার সমাজ কাঠামো নিয়ন্ত্রিত হয় ফলত ভৌগলিক চৌহদ্দি শিশুকে এক বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে দাঁড় করায়। সেখান থেকেই শিশু তার বিকাশের রাস্তা খুঁজে পায়। জন্মগ্রহণ করার পরেই পরিবার থেকে শিশুর বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। পরবর্তী স্তরে সে বিদ্যালয়ের আঙিনায় পা রাখে। পেশা ভিত্তিক জীবনে ক্রমপর্যায়ে সে অবস্থান করে সেখানেই তার জীবনের নানাবিধ গতি মুখ খুলে। একটা সময় নিজেকে সামাজিক কাঠামোর দাঁড় করায় কিন্তু অন্তরায় হয় বিশেষ বিশেষ পরিমণ্ডলে সে বাধার সম্মুখীন হয়। এই বাধা বা প্রতিবন্ধকতা পরিবার থেকে হতে পারে আবার সমাজ থেকে হতে পারে আবার প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকেও আসতে পারে। ভাষাব্যবহার, মানসিক উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত সমাজে অবস্থান, আর্থিক সংযোগের জন্য উন্নত যাতায়াতের ব্যবস্থা, -সবকিছুই ভৌগোলিক পরিবেশের উপরে নির্ভর করে। মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি জাতির সবথেকে বড় উন্নয়ন। ভাবি প্রজন্মের বিকাশ মূলত যে

কাঠামোর উপরে সমাজ দাঁড়িয়ে আছে তার উপরে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশের রুক্ষতা, মানব প্রকৃতির উন্নয়ন, তৎসহ মানব সম্পদের প্রতি সজাগ দৃষ্টি যে সমাজের মানুষের থাকে সেই সমাজেই শিশুর বিকাশ সম্ভব হয় অত্যন্ত প্রবল।

আর্থিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন, যা বলি না কেন তার সাথে যুক্ত থাকে প্রাকৃতিক কিংবা মানসিক পরিবেশ যাকে এক কথায় আমরা ভৌগোলিক করিমন্ডল বলতে পারি। মূলত প্রাকৃতিক পরিবেশ উপরে নির্ভর করে মানুষের আর্থিক সংযোগের রাস্তা প্রশস্ত হয়। এই আর্থিক যোগানের উপরে নির্ভর করে পরিবারের কাঠামো তৈরি হয়, আর এখান থেকে মূলত সামাজিক স্টাটিফিকেশনের রাস্তা সূচিত হয়। ফলে শিশুর বিকাশ উক্ত বিষয়গুলির উপরে সতত নির্ভরশীল। পরিবারের সাথে সক্রিয় যোগাযোগের কারণে হয়তো আমরা ভাবতে পারি বিকাশ সমান রাস্তা সূচিত হয় পরিবার থেকে তথাপি এটাও ভাবা দরকার আর্থিক উন্নয়ন ও সামাজিক কাঠামো পাশাপাশি যে ভৌগোলিক মন্ডলে উক্ত দুটি বিষয়ে দণ্ডায়মান তার উপরেও শিশুর বিকাশ সতত ক্রিয়াশীল।

উপসংহার:

বিকাশ একটি চলমান প্রক্রিয়া। শিশু দৈহিক বৃদ্ধির পাশাপাশি তার বিকাশের রাস্তা ও পরিস্ফুটো হয়। জন্ম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিকাশ একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। বিশেষত শিশুর পরিবারের আর্থিক সংগতি এই বিকাশমান প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটি সহায়ক পন্থা। পরিবারের শিক্ষা তার পাশাপাশি শিশুকে নির্দিষ্ট গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত মানসিক ভাবনার সুদূর পন্থা যদি পরিবারের সদস্য থাকে তবেই শিশু নির্দিষ্ট গতিপায় বিকাশের রাস্তায়। অন্যদিকে সামাজিক কাঠামো শিশুকে বিকাশের পথে বিশেষভাবে সহায়তা করে। কেননা যদি সামাজিক কাঠামোর গতি মুখ চলমান হয় তবেই শিশু স্বাভাবিকভাবে বিকাশে রাস্তা সমাজে পায়। না হলে একসময় পরিস্থিতি তাকে পিছিয়ে আসতে বাধ্য করা য়। মানুষ তার সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা, কিংবা তার পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি কে সামনে রেখে জীবনের পথে এগিয়ে চলতে শেখে ফলত শিশু যে ভূখণ্ডের উপর দন্ডায়মান সেই পলিমাটিও তার উক্ত দুটি দিককে নিয়ন্ত্রণ করে। মানব প্রকৃতি, প্রাকৃতিক পরিবেশ, আর্থিক গতি কিংবা সামাজিক কাঠামো যে কোন শিশুকে তার বিকাশের পথে সুদৃঢ় পন্থা দেখায়। যদি কোন একটি ক্ষেত্র অন্তরায় হয় সেক্ষেত্রে শিশু জীবনের পথে এগিয়ে চলতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়। বিকাশের পথ পরিবার থেকে শুরু হলেও মূলত শিশু জীবন পথে পরিক্রমা উক্ত দিকগুলিকে অনুকূল পেলে তবেই সে বিকাশের স্বাভাবিক গতি পায়। আর তখনই সে জীবন প্রতিষ্ঠায় সাফল্য অর্জন করে সমাজ কাঠামোর উপরে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:

- পাল, ডঃ. দেবাশিস, 2014, প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষনে শিশু শিক্ষা, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা
- মন্ডল, ডঃ. চৈতন্য, 2011, শিশু শিক্ষায় প্রাক প্রাথমিক, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- ঠাকুর চক্রবর্তী, ডঃ. মহাদেব, 2011, ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন, কলিকাতা
- পাল, ডঃ দেবাশীষ. ধর, ডঃ দেবাশীষ, দাস, ডঃ মধুমিতা, ব্যানার্জি, ডঃ পারমিতা, 2005, পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব, রীতা বুক এজেন্সি, কলিকাতা
- Sharma, R.K, 2013, Teaching of Geography, Maxford book s, Delhi
- Mangal, S.K, 2013, Advance educational psychology, PHI Learning Private Limited, Delhi

Citation: **পাল্লে.অ,** (2025) "শিশুর সার্বিক জীবন বিকাশে পরিবেশ ও আর্থসামাজিক পরিমণ্ডল: একটি পর্যালোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-08, August-2025.